রফিকুর রশীদকে মেহেরপুর সরকারি কলেজের সাংস্কৃতিক দলের ফুলেল শুভেচছা

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারে ভুষিত রফিকুর রশীদ রিজভীকে মেহেরপুর সরকারি কলেজের সাংস্কৃতিক দলের পক্ষ ফুলেল শুভেচছা প্রদান করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে সহযোগী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন ধূমকেতুর নেতৃত্বে মেহেরপুর সরকারি কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা সদ্য বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত কথাসাহিত্যিক রফিকুর রশীদকে ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান করে তাঁর গাংনীর বাসায় ।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সহকারী অধ্যাপক বশির আহাম্মেদ, প্রভাষক ইকতে খাইরুল ইসলাম প্রমুখ। উপস্থিত সংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মীদের উদ্দেশ্যে আবদুল্লাহ আল আমিন বলেন, বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় চার দশকেরও বেশি সময় ধরে রফিকুর রশীদ নিরলসভাবে কাজ করছেন। তার লেখায় নানাভাবে উপস্থাপিত হয়েছে বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং মুক্তিযুদ্ধের গৌরবগাঁথা।

তিনি শিশু কিশোরদের মানবিক, দেশপ্রেমিক করে গড়ে তোলার জন্য দু হাত ভরে লিখেছেন। তিনি আরও বলেন, তার এই স্বীকৃতি ও সম্মাননা প্রাপ্তিতে আমরা এক অতুলনীয় গৌরব অনুভব করছি। সব শেষে তাঁকে মিষ্টি মুখ করানো হয়।

দেশে ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত ১৬ হাজারের বেশি, মৃত্যু ১৮

গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে আরো ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট প্রাণহানি হয়েছে ২৮ হাজার ২৫৬

জনের।

এ সময় নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছে ১৬ হাজার ৩৩ জন। এখন পর্যন্ত মোট শনাক্ত হয়েছে ১৭ লাখ ১৫ হাজার ৯৯৭ জন।

আজ মঙ্গলবার (২৫ জানুয়ারি) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শনাক্তের হার ৩২ দশমিক ৪০ শতাংশ।

গত বছরের জুলাইয়ে একদিনে ১৬ হাজার ২৩০ জন আক্রান্ত হয়েছিলেন।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জনসহ নতুন ১৪ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. জওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিকী, সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার উম্মে হুমায়রা আয়েশাসহ নতন ১৪ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এনিয়ে নতুন ধাপে জেলায় ৬৩ করোনা আক্রান্ত রোগী রয়েছেন।

জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে এ তথ্য জানা গেছে ।

আজ মঙ্গলবার মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল, মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৩২ জন এন্টিজেন টেস্টের নমুনা দিয়েছিলেন। এর মধ্যে ১৪ জন পজিটিভ হয়েছে।

সিভিল সার্জন ডা. জওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিকী জানান, তিনি সরকারি বাসভবনে আইসোলশনে রয়েছেন। তবে শারিরীকভাবে ভালো আছেন বলে জানিয়েছেন। একই সঙ্গে সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ দিয়ে সকলের কাছে দোয়া চেয়েছেন।

আক্রান্ত অন্যরা হলেন- মল্লিকপাড়ার মোখলেসুর রহমা (৪২), বোসপাড়ার কাজী আনিসুজ্জামান (৫৭), সদর থানার হাবিবুর রহমান (৩০), বাসস্ট্যান্ড পাড়ার রমজানুল কবির (৩৬), সিজেএম কোর্টের মনিরুল ইসলাম (৩২), উত্তর শালিকার মারিফুল ইসলাম (২০), স্টেডিয়াম

পাড়ার শারমিন আক্তার (২৭), চকশ্যামনগরের লাইলা (৪০), ট্যাঙরামারির সামসুল হুদা (৬৫), মুজিবনগরের দারিয়াপুরের শফিউল ইসলাম, গাংনীর গাড়াডোবের জনি (২৭), গাংনীর আতাফত (২৬)।

মুজিবনগরে ৩ বোতল মদসহ একজন আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ৩ বোতল অফিসার চয়েজ বিদেশী মদসহ মানিক
(২৫) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

মঙ্গলবার দুপুর ১ টার দিকে পুরন্দরপুর বাঘমারা মাঠ থেকে তাকে আটক করা হয়। আটককৃত মানিক মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর দক্ষিন পাড়ার মৃত, গোলাম বিশ্বাসের ছেলে।

মুজিবনগর থানা সূত্রে জানা গেছে, মানিক মদ বিক্রির উদ্যেশ্যে পুরন্দরপুর বাঘমারা মাঠের কাছে অবস্থান করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর থানার এসআই প্রসেনজিৎ ও এএসআই নাজমুল সেখানে অভিযান চালায়। অভিযান চলাকালীন সময় মানিককে দেখতে পেলে সন্দেহজনক তার শরির তল্লাশী করে তার কাছ থেকে ৩ বোতল মদ উদ্ধার করা হয়। এ সময় তাকে আটক করে মুজিবনগর থানায় নেওয়া হয়।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী রাসেল জানান, আটকৃত আসামীর নামে মাদক মামলা দিয়ে আদালতের মাধ্যেমে জেল হাজতে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।

কুষ্টিয়ায় শ্বশুরবাড়ি থেকে

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

গাংনীর কল্যাণপুর থেকে ২ কেজি গাঁজা ও ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের গাংনী থানা পুলিশের মাদক বিরোধী আরেকটি সফল অভিযানে ২ কেজি গাঁজা ও ১৫ বোতল ফেনসিডিলসহ মাদক কারবারী মোঃ শামীম হোসেনকে (২৮) আটক করেছে।

আজ সোমবার (২৪ জানুয়ারী) রাত সাড়ে ৭ টার দিকে কল্যানপুর মধ্যে পাড়া আব্দুল বাকির আম কাঠালের বাগানে অভিযান চালিয়ে তাকে গাঁজা ও ফেনসিডিলসহ আটক করেন। আটক শামীম হোসেনকে গাংনী উপজেলার কল্যানপুর জোয়ার্দ্দার পাড়া এলাকার শহিদুল হকের ছেলে।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ আব্দুর রাজ্জাকের নেতেৃত্বে বামুন্দি পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই নিঃ) মোঃ শরিফ হাবিব ও সংগীয়ফোর্সসহ অভিযান পরিচালনা করেন।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ আব্দুর রাজ্জাক জানান, কল্যাণপুর গ্রামের একটি আম কাঠালের বাগানের মধ্যে গাঁজা ও ফেনসিডিল জড়ো করে বিক্রির প্রস্তুতি চলছে এমন সংবাদের ভিত্ত্বিতে সেখানে অভিযান চালানো হয়।অভিযানে গাঁজা ও ফেনসিডিলসহ শামীম হোসেনকে আটক করা হয়েছে।তবে তবে, শামীম হোসেনের ভগ্নিপতি (বোনের জামায়) মাদকের মুল হোতা মেহেরপুর শহরের আলম রানা। মাদক, অস্ত্র, বিস্ফোরকসহ বিভিন্ন অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় ১০ টি মামলা রয়েছে। ওই শামীম রানা তার শশুরবাড়ি কল্যাণপুর গ্রামে থেকে মাদকের ব্যবসা চালিয়ে আসছে।

আটক শামীম হোসেন ও পলাতক আলম রানাকে আসামী করে মাদক দ্রব্য আইনে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় নিখোঁজের ৫দিন পর গৃহবধূর অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার

নিখোঁজের ৫ দিনপর ভাংবাড়িয়ার মাথাভাঙ্গা নদী থেকে পপি খাতুন নামের এক গৃহবধুর অর্ধ গলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ সোমবার বিকেল ৪ টার দিকে আলমডাঙ্গার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের কারিগরপাড়া মাঠের মাথাভাঙ্গা নদী থেকে এ লাশ উদ্ধার করে। খবর পেয়ে চুয়াডাঙ্গার এডিশনাল এসপি সদর সার্কেল আনিসুজ্জামান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। এ ঘটনায় স্বামীসহ ২ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ। নিহত গৃহবধু পপি খাতুন উপজেলার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের নগরবোয়ালীয়া গ্রামের তুহিনের স্ত্রী ও একই উপজেলার বেলগাছি গ্রামের ইসলামপাড়ার নুরুল ইসলাম ভোলা শেখের মেয়ে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়নের ইসলামপাড়ার নুরুল ইসলাম ভোলা শেখের মেয়ে পপি খাতুন। গত বুধবার উপজেলার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের নগরবোয়ালিয়া গ্রামের পপি খাতুন তার স্বামী তুহিনের বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজখবর নিলেও পপি খাতুনের সন্ধ্যান না পেয়ে পিতা নুরুল ইসলাম ভোলা শেখ রবিবার আলমডাঙ্গা থানায় সাধারণ ডায়েরি করে।

সাধারণ ডায়েরি করার ১ দিনপর আলমডাঙ্গার ভাংবাড়িয়ার মাথাভাঙ্গা নদীতে স্থানীয়রা সোমবার দুপুর আড়াইটার দিকে অর্ধগলিত নারীর লাশ ভাসতে দেখে। পরে খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে লাশ উদ্ধার করে। সন্ধ্যায় গৃহবধু পপির মরদেহ পোস্টমর্টেম রিপোর্টের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করে।

গৃহবধুর লাশ উদ্ধারের ঘটনায় পপির স্বামী তুহিন ও প্রতিবেশি ঝন্টুকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ।

এ ঘটনায় চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও সদর সার্কেল আনিসুজ্জামান, থানার পরিদর্শক ওসি তদন্ত তুহিনুজ্জামান খান, পরিদর্শক ওসি অপারেশন একরামুল হোসেন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

স্থানীয়রা জানায়, সোমবার দুপুরে এলাকার কয়েকজন নারী মাথাভাঙ্গা নদীতে গোসল করতে নামে। এসময় নদীতে একটি নারীর মরদেহ ভাসমান

অবস্থায় দেখতে পেয়ে পুলিশকে জানায়। পরে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌছে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।

নিহতের বাবা ভোলা শেখ বলেন, পাঁচদিন আগে আমার জামায় তুহিনসহ পরিবারের সদস্যরা আমাকে জানায় মেয়ে পপি খাতুন কোন ছেলের সাথে চলে গেছে। কার সাথে গেছে জিজ্ঞাসা করলে কোন সুদুত্তর দেয়নি তারা। এরপর আমি আলমডাঙ্গা থানাতে জিডি করি। পুলিশ ও আমরা অনেক খুজেছি। পাইনি আমার মেয়েকে। আজ আমার মেয়েটাকে জীবিত পেলাম না, পেলাম মৃত মেয়ে।

তিনি আরও বলেন, আমার নাতী মিমের বয়স ১০ বছর। এর আগে অনেকবার তুচ্ছ ঘটনায় জামায় তুহিন ও তার পরিবার কর্তৃক নির্যাতনের স্বীকার হয়ে বাড়ি চলে আসে। তাই আমার ধারণা জামায় তুহিন ও তার পরিবারের সদস্যরা নির্যাতনের পর হত্যা করেছে আমার মেয়েকে। আমি মেয়ে হত্যার বিচার চাই।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের পরিদর্শক তুহিনুজ্জামান খান বলেন, নিখোঁজের ৫ দিনের মাথায় মাথাভাঙ্গা নদী থেকে পপি খাতুনের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে পপি খাতুনকে হত্যা করা হয়েছে। সুরতহাল প্রদিবেদন শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। রহস্য উম্মোচনে মাঠে নেমেছে পুলিশ।

গাংনীর সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদ ও দি হাঙ্গার প্রজেক্টের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

কার্যকর ও শক্তিশালী ইউনিয়ন পরিষদ গড়ে তুলতে এসডিজি ইউনিয়ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গাংনীর সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদ ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ-এর মধ্যে এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর উপলক্ষে সোমবার (২৪জানুয়ারী) বেলা ১১টার সময় ইউনিয়ন পরিষদ সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। স্বাক্ষরিত এ সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ ২০২২ সালের জানুয়ারী থেকে আগামী ২০২৭ সাল পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান মোঃ মশিউর রহমান ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ-এর পক্ষে সংস্থার গাংনী এলাকা সমন্বয়কারী মোঃ হেলাল উদ্দিন এই সমঝোতা স্বাক্ষরে সই করেন।

সাহারবাটি ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক ফোরামের সভাপতি মোঃ আব্দুল মজিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ মশিউর রহমান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেনন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ-এর গাংনী এলাকা সমন্বয়কারী মোঃ হেলাল উদ্দিন। এসময় ইউনিয়ন পরিষদের নবনির্বাচিত সকল সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন ।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক ফোরামের সহসভাপতি ও নারী নেত্রী মোছাঃ সুমাইয়া আক্তার নিশি, সাধারণ সম্পাদক মোঃ শহিদুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ মোঃ মাহতাব উদ্দিনসহ অন্যান্য সদস্য বৃন্দ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন গ্রাম উন্নয়ন টিম (ভিডিটির) সভাপতি, সহস-ভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, কার্যকরী সদস্য, নারী নেত্রী, জিজিএসের সদস্য, ইয়ুথ ইউনিটের সদস্য বৃন্দ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের সকল ধরনের কর্ম-কৌশল নিয়ে আলোচনা ও আগামী পাঁচ বছর দি হাঙ্গার প্রজেক্টের মাধ্যমে ইউনিয়নে যে সকল কার্যক্রম করা হবে তার বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

জীবননগরে ভৈরব নদে অবৈধ বালু

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

গাংনীতে পাসপোর্ট হারানোর হিড়িক, কয়েকঘন্টায় থানায় ২৫ জিডি

মেহেরপুরের গাংনী থানায় পাসপোর্ট হারানো সংক্রান্ত জিডি হয়েছে ২৫ টি। সোমবার সকাল আটটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত এ জিডি করেন পাসপোর্টের মালিকগণ। প্রত্যেকে বাড়ি থেকে আসার পথে পাসপোর্ট হারিয়েছে বলে বর্ণনা করেছেন জিডিতে। এটি রহস্যজনক বলে মন্তব্য করেছেন থানা পুলিশ।

গাংনী থানার ডিউটি অফিসার আব্দুর রাজ্জাক জানান, প্রতিদিনই পাসপোর্ট হারানোর জিডি গ্রহণ করা হয়। পাঁচটা থেকে ১০টা জিডি হয়। সোমবার সকাল থেকে ২৫টি জিডি গ্রহণ করা হয়েছে যা উদ্বেগজনক। প্রত্যেকে শহরে আসার পথে হারিয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন।

গাংনীর ভোলাডাঙ্গা গ্রামের আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে নাজমুল ও আকুবপুর গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে জাহাঙ্গীর জানান, তারা শহরে আসার পথে ব্যাগ হারিয়ে যায়। ওই ব্যাগে পাসপোর্ট ছিল। নতুন পাসপোর্ট প্রয়োজন তাই জিডি করতে এসেছেন। একই কথা জানালেন কাজিপুরের কেরামত আলীর ছেলে আরিফুল।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, সরকারী নিয়মানুযায়ি জিডি গ্রহণ করা হয়। বিষয়টি ধোঁয়াসা। ধারণা করা হচ্ছে- বিদেশ গমনের জন্য এরা দালালদের কাছে পাসপোর্ট দিয়ে আর ফেরত পায়নি। ফলে নতুন করে পাসপোর্ট প্রয়োজন হওয়ায় জিডি করছেন সংশ্লিষ্টরা।